UNITED PEOPLES DEMOCRATIC FRONT (UPDF)
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

(A political party based in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh)

Mailing Address :Swanirbhar bazaar, Khagrachari, Northern Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.

Email. updfcht@yahoo.com Website: www.updfcht.com

Ref: *Date: ১৪ জানুয়ারি ২০২৩*

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবিতে

খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন স্থানে ইউপিডিএফের বিক্ষোভ সমাবেশ

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবিতে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন স্থানে ইউপিডিএফ বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

আজ শনিবার (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) খাগড়াছড়ির দীঘিনালা, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, রামগড়, গুইমারা এবং রাঙামাটি জেলার সাজেকের মাচলঙ ও কুদুকছড়িতে এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকে সামনে রেখে এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে আগামীকাল রবিবার খাগড়াছড়ি জেলায় আধাবেলা সড়ক অবরোধ কর্মসূচি সফল করার আহ্বান জানানো হয়। গতকাল খাগড়াছড়ি জেলা সদরে আয়োজিত সমাাবেশ থেকে এই সড়ক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত সমাবেশের বিস্তারিত:

দীঘিনালা: পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবিতে খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) দীঘিনালা ইউনিট।

আজ শনিবার (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) দুপুর ২টায় দীঘিনালা উপজেলা বাবুছড়ার উদাল বাগান এলাকায় এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সফরকে সামনে রেখে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে ইউপিডিএফ সংগঠক রুপেশ চাকমা সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ সংগঠক সুজয় চাকমা, সজীব চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দীঘিনালা উপজেলা সভাপতি জ্ঞান প্রসাদ চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তারা বিচার বহির্ভুত হত্যা, অন্যায় গ্রেফতার, নির্যাতন, হয়রানি, ভূমি বেদখল, নারী নির্যাতন, নব্যমুখোশ বাহিনীর মতো ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসীদের মদদ দিয়ে খুন, গুম, অপহরণসহ নানা অপকর্ম ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

বক্তারা দীঘিনালায় ২০১৯ সালে তিন ইউপিডিএফ সদস্য নবীন জ্যোতি চাকমা, ভুজেন্দ্র চাকমা ও রুচিল চাকমাকে অন্যায়ভাবে আটকের বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা, ২০২২ সালে ইউপিডিএফ নেতা নবায়ন চাকমা মিলনকে অন্যায়ভাবে আটকের পর নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করার ঘটনা তুলে ধরেন।

বক্তারা আরো বলেন, সেনাবাহিনী কর্তৃক দীঘিনালায় বাবুছড়া ইউনিয়ন ও দীঘিনালা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে এলাকাবাসীকে ঘরবাড়ি নির্মাণে বাধা প্রদান ও সাধনাটিলা বনবিহারের জমি বেদখলের চেষ্টা। ২০১৪ সালে বাবুছড়ায় বিজিবি হেডকোয়ার্টার্স নির্মাণ করে ২১ পরিবার পাহাড়িকে জোরপূর্বক নিজ বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। বান্দবানের লামায় ম্রো ও ত্রিপুরাদের ৪০০ একর জুমভূমি বেদখল করে তাদেরকে নিজেদের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদে ভূমিদস্যু রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বত্র এখন এই দমনপীড়ন চলছে বলে বক্তারা অভিযোগ করেন।

বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় মদদে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন, ভূমি বেদখল, নারী নির্যাতন বন্ধ করা, সেনা শাসন ‘অপারেশন উত্তরণ’ তুলে নিয়ে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবি জানান।

সমাবেশ থেকে বক্তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবিতে আগামীকাল রবিবার (১৫ জানুয়ারি) খাগড়াছড়ি জেলায় ডাকা আধাবেলা সড়ক অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে দীঘিনালা উপজেলার সকল যানবাহন মালিক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

মহালছড়ি: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকে সামনে রেখে "রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবিতে" মহালছড়িতে পৃথক দুই স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইউপিডিএফ'র মহালছড়ি ইউনিট।

আজ শনিবার (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) দুপুরে মহালছড়ি সদর এলাকা ও মাইসছড়িতে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মহালছড়ি সদর এলাকায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিজগ খীসার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ সংগঠক পূরণ চাকমা ও রিতু চাকমা। অপরদিকে মাইসছড়ি এলাকায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন ইউপিডিএফ সদস্য জনম চাকমা।

বক্তারা সাম্প্রতিক সময়ে মাইসছড়িতে সেটলার বাঙালি কর্তৃক পাহাড়িদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, লুটপাটসহ ভূমি বেদখলের পাঁয়তারার কথা তুলে ধরে বলেন, এদেশের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পাহাড়িদের বিতাড়িত করতে চায়। যার কারণে তারা সেটলার বাঙালিদের লেলিয়ে দিয়ে পাহাড়িদের জায়গা-জমি, ভিটেবাড়ি বেদখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

তারা আরো বলেন, ভূমি বেদখল ছাড়াও রাষ্ট্রীয় বাহিনী প্রতিনিয়ত নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে সেনাসৃষ্ট নব্যমুখোশ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক গ্রামবাসীকে অপহরণ, গত ১১ জানুয়ারি রাতে নব্যমুখোশ ও সেনাবাহিনী কয়েকজন সদস্য মিলে এক গ্রামবাসীকে আটক করে মিথ্যা মামলায় জেলে প্রেরণের ঘটনা প্রমাণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে কি পরিমাণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। সেনাবাহিনী ও তাদের মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসীদের কারণে এলাকার সাধারণ মানুষ এখন আর শান্তিতে ঘুমোতে পারছে না বলে বক্তারা অভিযোগ করেন।

বক্তারা চট্টগ্রামে এ যাবতকালে সংঘটিত সকল গণহত্যা, ভূমি বেদখল, নারী নির্যাতনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ থেকে আগামীকাল রবিবার খাগড়াছড়ি জেলায় ঘোষিত আধাবেলা সড়ক অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে মহালছড়ি উপজেলাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা।

মানিকছড়ি: পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবিতে খাগড়াছড়ির মানিকছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) মানিকছড়ি ইউনিট।

আজ শনিবার (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) সকাল ১০টার সময় মানিকছড়ি সদরের জামতলা এলাকায় এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে ইউপিডিএফ সংগঠক বরুণ চাকমার সভাপতিত্বে ও অংচিং মারমার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সদস্য অংসালা মারমা, মানিকছড়ি থানা শাখার সভাপতি অংক্য মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের মানিকছড়ি থানা শাখার আহ্বায়ক আনু মারমা প্রমুখ।

সমাবেশে থেকে বক্তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবিতে আগামীকাল রবিবার (১৫ জানুয়ারি) ঘোষিত খাগড়াছড়ি জেলায় আধাবেলা সড়ক অবরোধ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানান এবং মানিকছড়ি উপজেলায় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে উপজেলার সর্বস্তরের জনসাধারণ ও যানবাহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় মদদে প্রতিনয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এতে রাষ্ট্রের নিয়োজিত বাহিনী বিশেষ করে সেনাবাহিনী সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। তারা বিচার বহির্ভুত হত্যা, অন্যায় গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে আটক রাখা, ভূমি বেদখল, নারী নির্যাতনের পাশাপাশি নব্যমুখোশ বাহিনীসহ বিভিন্ন ঠ্যাঙারে বাহিনীর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মদদ ও আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে খুন, গুম, অপহরণসহ নানা অপকর্ম সংঘটিত করছে। কিন্তু এসব ঘটনায় কোন বিচার হয় না।

বক্তারা আরো বলেন, আগামী ১৬ জানুয়ারি দেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে চেয়ারম্যান ও সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করবেন। আমরা আশা করবো তারা যেন পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় মদদে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে এর যথাযথ বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

গুইমারা: খাগড়াছড়ির গুইমারা ইউপিডিএফের গুইমারা ও মাটিরাঙ্গা ইউনিটের উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে।

আজ শনিবার (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) দুপুর ১২টার সময় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বক্তারা এ দাবি জানান।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকে সামনে রেখে রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে ইউপিডিএফ সংগঠক নিশান মারমার সভাপতিত্বে ও সদস্য বিকাশ ত্রিপুরার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক রজেন্টু চকামা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা সভাপতি রিকন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা সভাপতি অনিমেষ চাকমা।

ইউপিডিএফ সংগঠক নিশান মারমা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে আসাকে ইতিবাচক উল্লেখ করে বলেন, কমিশন এমন এক সময়ে সফরে আসছে যে সময়ে সেনাবাহিনী ও তাদের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে। প্রতিনিয়ত ধরপাকড়, খুন, গুম, অপহরণ, তল্লাশি, হয়রানিসহ নানা অত্যাচার জারি রাখা হয়েছে। গত বছর ২ সেপ্টেম্বর গুইমারায় ইউপিএফ সংগঠক অংথোয়াই মারমা আগুনকে নব্যমুখোশ বাহিনীর সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল অনায়-অত্যাচারের অবসান চাই, সেনাশাসনের অবসান ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ চাই। রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবি জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত গণহত্যাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক জড়িতেদের আইনের আ্ওতায় এনে বিচারের দাবি জানান তিনি।

ইউপিডিএফ সংগঠক আগামীকাল ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ রবিবার খাগড়াছড়ি জেলায় ডাকা আধাবেলা সড়ক অবরোধ সফল করতে গুইমারা ও মাটিরাঙ্গা উপজেলার সকল যানবাহন মালিক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

যুব নেতা রিকেন চাকমা বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পাহাড়িদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। সরকার পাহাড়িদের বিতাড়িত করতে লক্ষ লক্ষ বহিরাগত বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করে পাহাড়িদের জায়গা-জমি বেদখল করিয়েছে।

পিসিপির সাবেক নেতা রজেন্টু চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক জুম্মদের ওপর এ যাবত ডজনের অধিক গণহত্যা চালানো হয়েছে। কল্পন চাকমা অপহরণ, মাইকেল চাকমাকে গুম, অসংখ্য ইউপিডিএফ নেতা-কর্মীকে বিচার বহির্ভুত হত্যার কোন বিচার হয়নি। আমরা সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচারের দাবি জানাই।

পিসিপি নেতা অনিমেষ চাকমা বলেন, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে ২০১৮ সালের ১৮ আগস্ট খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভর বাজারে পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় পিসিপি ও যুব ফোরাম নেতা তপন, এল্টন ও পলাশসহ ৭ জনকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়। সেসময় পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। উক্ত ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তদন্ত করলেও এখনো সেই তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি।

তিনি বলেন, সরকার সেনাশাসন ও অগণতান্ত্রিক ১১ নির্দেশনা জারি রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আড়াল কতে চায়। যার প্রমাণ হচ্ছে গত বছর আগস্ট মাসে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচেলেত পার্বত্য চট্টগ্রামে সফর করতে চাইলে সরকার তাকে অনুমতি না দেওয়া।

তিনি সেনাশাসনসহ অগণতান্ত্রিক ১১ নির্দেশনা তুলে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

রামগড়: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবিতে খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রামগড় ইউনিট।

আজ শনিবার (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) সকাল ১০টায় বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ'র রামগড় ইউনিটের সংগঠক এডিশন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শুভ চাকমা ও রামগড় উপজেলা শাখার নেতা রণি ত্রিপুরা এবং বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রামগড় উপজেলা সভাপতি অসীম চাকমা। সমাবেশে সঞ্চালনা করেন ইউপিডিএফ সংগঠক নিতুন চাকমা।

সমাবেশে ইউপিডিএফ নেতা এডিশন চাকমা বলেন, সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে রেখেছে। অন্যায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করে মানুষের মুক্তচিন্তা স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে। আওয়ামীলীগ সরকার ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমাসহ সরকারের সমালোচনাকারী অনেককে গুম-খুন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী ইউপিডিএফ নেতাকর্মী, সমর্থক, শুভাকাঙ্খীসহ সাধারণ জনগণের উপর দমন পীড়ন চালাচ্ছে। সাজেক, লংগদু, তাইন্দং, মহালছড়ি, রামু, নাসিরনগরসহ অসংখ্য সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়েছে। রাষ্ট্রবাহিনী ও তাদের পোষ্য সেটলার-ভূমিদস্যুরা বাবুছড়া, মাইসছড়ি, সাজেক, লামাসহ বিভিন্ন জায়গায় ভূমি বেদখল ও বেদখল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদেশীদের প্রবেশ বন্ধ রেখে সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

তিনি মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবিতে আগামীকাল রবিবার (১৫ জানুয়ারি) খাগড়াড়ি জেলায় ঘোষিত সকাল ৬টা হতে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত আধাবেলা সড়ক অবরোধ কর্মসূচি সফল করার জন্য রামগড় উপজেলার বাস-ট্রাক-জীপ সমিতি, মালিক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে সরকারের প্রতি জোরালো দাবি জানান এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলী সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক বিচারের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম নেতা শুভ চাকমা বলেন, বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন শুরু হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচনার সময় পাহাড়িদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। ফলে এ অঞ্চলে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে পাহাড়িদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে পাহাড়িদের ওপর দমন-পীড়নসহ ডজনের অধিক গণহত্যা সংঘটিত করা হয়। সমতল ভূমি থেকে চার লক্ষাধিক বাঙালিকে অনুপবেশ করিয়ে পাহাড়িদের জায়গা-জমি কেড়ে নিয়ে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়। ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার চুক্তি স্বাক্ষর হলেও এ অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ হয়নি। অপারেশন উত্তরণের নামে সেনাশাসন জারি রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামকে এক কারাগারে পরিণত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে পার্বত্য প্রবেশে বাধা-নিষেধ আরোপ করে রাখা হয়েছে।

আরেক যুব নেতা রনি ত্রিপুরা বলেন, রাষ্ট্র এদেশের বাঙালি ভিন্ন অন্য জাতিসত্তাদের বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠিদের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমাদেরকে নিপীড়ন চালিয়ে, হত্যা করে বিলুপ্তির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে এ রাষ্ট্রের ফ্যাসিস্ট স্বৈর শাসকগুলো। তারা আমাদেরকে কখনো উপজাতি, কখনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি আখ্যায়িত করছে, সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আমরা স্বাধীনচেতা স্বতন্ত্র জাতি ছিলাম। তাই ছাত্র-যুবকদের সচেতন হয়ে, সঠিকভাবে আমাদের বীরত্বের ইতিহাস জেনে গৌরবময় ইতিহাসের পূনরাবৃত্তি করতে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে।

পিসিপি নেতা অসীম চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আজ গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু পরিবেশে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী কর্তৃক স্কুল, কলেজে পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের তল্লাশি, হুমকি, নজরদারি শিক্ষার্থীদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। তিনি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানান।

সাজেক (রাঙামাটি): পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধের দাবিতে রাঙামাটির সাজেক ইউনিয়নের মাচলঙে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)। পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সফরকে সামনে রেখে এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।

আজ শনিবার (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) সকালে ইউপিডিএফ'র সাজেক ইউনিটের উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ'র সংগঠক প্রান্তিক চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কিরণ চাকমা, ইউপিডিএফ সংগঠক ও সাবেক যুব নেতা সুমন চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সরকার, সেনাবাহিনী, এদেশের প্রশাসন প্রতিনিয়ত অন্যায়-অবিচার, ধরপাকড়, বিচারবহির্ভুত হত্যা, মিথ্যা মামলায় জেলে প্রেরণ, ভূমি বেদখল, উচ্ছেদ, নারী নির্যাতনসহ নানা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এসব নিপীড়নের পাশাপাশি নব্যমুখোশ বাহিনী, মগপার্টি, কুকি-চিন পার্টিসহ বিভিন্ন ঠ্যাঙারে সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে খুন, গুম, অপহরণসহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে এদেশের রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। যার ফলে খুন, গুম ও অপহরণসহ নানা অপরাধকর্মে জড়িত এসব ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচারে সরকার-প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নেয় না, বরং রাষ্ট্রীয় বাহিনী এসব সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ জনগণের ওপর নিপড়িন ও এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে।

বক্তারা আরো বলেন, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে নব্য মুখোশ বাহিনীর সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ নেতা মিঠুন চাকমাকে হত্যা, স্বনির্ভর বাজারে দিন দুপরে প্রকাশ্য ছাত্র নেতা তপন,এলটন ও যুব নেতা পলাশ চাকমাসহ ৭ জনকে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করলেও খুনিদের এখনো গ্রেফতার করা হয়নি। ঢাকায় রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক গুমের শিকারইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমার এখনো কোন হদিস আমরা পাইনি, দীর্ঘ ২৭ বছরেও কল্পনা চাকমার চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌস গংদের বিচার হয়নি, সেনা হেফাজতে ছাত্র নেতা রমেল চাকমার হত্যার বিচার, ইউপিডিএফ নেতা নবায়ন চাকমা মিলনকে হত্যাসহ অসংখ্য নেতা-কর্মীকে হত্যার ঘটনার কোন বিচার আমরা পাইনি।

সমাবেশ থেকে বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে এযাবতকালে রাষ্ট্রীয় মদদে খুন, গুম, গণহত্যাসহ যেসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে তার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি জানান।

কুদুকছড়ি (রাঙামাটি): পার্বত্য চট্রগ্রামের রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসসহ মানবাধিকার লংঘন বন্ধের দাবিতে রাঙামাটির কুদুকছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম।

আজ শনিবার (১৪ জানুয়ারি ২০২৩) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সফরকে সামনে রেখে আয়োজিত মিছিল পরবর্তী সমাবেশে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সতেশ চাকমার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ সংগঠক নির্ণয় চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙামাটি জেলা দপ্তর সম্পাদক রিপা চাকমা ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি নিকন চাকমা।

বক্তারা বলেন পার্বত্য চট্রগ্রামের পাহাড়ি জনগন যুগযুগ ধরে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের ভুক্তভোগী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে পাহাড়ে চলে আসছে একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘন। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তির পরও বন্ধ হয়নি পাহাড়ের রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচারসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। এখনও প্রতিনিয়ত অন্যায় ধরপাকড়, বিচারবহির্ভুত হত্যা, ভূমি বেদখল, নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।

তারা বলেন, রাষ্ট্রীয় বাহিনী নিজেরাই দমন-পীড়নের পাশাপাশি নব্যমুখোশসহ ঠ্যাঙারে বাহিনীর সন্ত্রাসীদের মদদ যুগিয়ে তাদেরকে লেলিয়ে দিয়ে খুন, গুম, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়সহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত করে যাচ্ছে। ২০১৭ সালে নব্য মুখোশ বাহিনী সৃষ্টি করে পাহাড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের চেষ্টা করছে সেনাবাহিনীর একটি কায়েমী স্বার্থবাদী অংশ। এই সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়ে ২০১৭ সালে নান্যাচরের বেতছড়িতে সাবেক মেম্বার অনাদি রঞ্জন চাকমাকে হত্যা, ১৫ ডিসেম্বর ইউপিডিএফ সংগঠক অনল বিকাশ চাকমা প্লুটোকে হত্যা, ২০১৮ সালের ৩ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি সদরে ইউপিডিএফ সংগঠক মিঠুন চাকমাকে দিনে দুপুরে তুলে নিয়ে গুলি করে হত্যা, একই বছর ১৮ আগস্ট স্বনির্ভর বাজারে সাত খুনসহ অসংখ্য লোককে তারা হত্যা করেছে। নান্যাচরে সেনা হেফাজতে নির্যাতন চালিয়ে ছাত্র নেতা রমেল চাকমাকে হত্যা, একই কায়দায় দীঘিনালায় ইউপিডিএফ নেতা নবায়ন চাকমা মিলনকে হত্যাসহ

আরো অনেক ইউপিডিএফ নেতা-কর্মীকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এসব ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার ও বিচার করা হয়নি।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, সেনাশাসন অপারেশন উত্তরণ ও স্বষ্ট্রমন্ত্রলায়ের দমনমূলক ১১ নির্দেশনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। গণতান্ত্রিক সভা-সমাবেশসহ মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আড়াল করতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ও পর্যবেক্ষকদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

বক্তারা অবিলম্বে সেনাশাসন ও দমনমূলক ১১ নিদের্শনা তুলে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, এর আগে গতকাল একই দাবিতে খাগড়াছড়ি সদর, পানছড়ি, সাজেক, বাঘাইছড়ি ও কাউখালীতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খাগড়াছড়ি সদরের অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে ১৫ জানুয়ারি, রবিবার খাগড়াছড়ি জেলায় আধাবেলা সড়ক অবরোধের কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়।
এদিকে আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটি সফর করার কথা জানা গেছে।

বার্তা প্রেরক

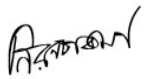

নিরন চাকমা
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)।